



8003 - পানি ও পাথর দিয়ে শটৌচকার্য করা

প্রশ্ন

আমি সারাদিন মাদরাসায় থাকি। সেখানে টয়লটে যাই। পশোব-পায়খানা করার জন্য বাসায় যতে পারি না। আমি কি অযু করে নামায পড়ে নবি? নাকি নামায ছেড়ে দিয়ে পরে পড়ে নবি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

একজন মানুষ হাজত সারার (পশোব-পায়খানা করার) পর হয় পানির সাহায্যে নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে নতুবা পানি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে নাপাকি দূর করবে। পানি দিয়ে নাপাকি দূর করা সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গ। আর পানি ছাড়া অন্য উপকরণ যগুলো নাপাকি দূর করার উপযুক্ত, যমেন: টয়লটে টিস্যু, ন্যাকড়া বা পাথর ইত্যাদি।

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলেন:

ব্যক্তি হাজত সারার পর তিনি অবস্থার কোন এক অবস্থা অনুসরণ করতে পারে:

এক. পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন (শটৌচকার্য) করা। এটা জায়েয। দলীল হলো আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজত সারার পর আমি আর আমার মত এক বালক পানির লোটো ও বর্শা বয়ে নিয়ে যতোম। এরপর তিনি পানি দিয়ে শটৌচকার্য করতেন।” [বুখারী (১৪৯) ও মুসলিম (২৭১) হাদীসটি বর্ণনা করেন]

যুক্তি হলো: নাপাকি মূলতঃ পানির দিয়ে দূর করা হয়। আপনি যমেন পানি দিয়ে নিজের পা থেকে নাপাকি দূর করেন তমেনি আপনার শরীর থেকে নির্গত বর্জ্য নাপাকিও আপনি পানি দিয়ে দূর করবেন।

দুই. পাথর দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা। পাথর দিয়ে শটৌচকার্য করা যথেষ্ট। এর পক্ষে দলীল হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও আমল।

কথা হলো: সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস: ‘আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তিনটির কম পাথর দিয়ে শটৌচকার্য করতে নষিধে করছেন।’ [মুসলিম (২৬২) হাদীসটি বর্ণনা করেন]

কাজ হলো: ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন শটৌচকার্যে যাওয়ার সময়



আমাকে তিনটি পাথর কুড়িয়ে দেয়ার নর্দিশে দলিলে। আমি দুটি পাথর পলোম। আরকেটি খুঁজলাম; কিন্তু পলোম না। তাই একখণ্ড শুকনো গোবর নিয়ে তার কাছে গলোম। তিনি পাথর দুটি নিলেন এবং গোবরখণ্ড ফলে দিয়ে বললেন: “এটা অপবিত্র।” [বুখারী (১৫৫) হাদীসটি বর্ণনা করেন]

এবং আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কিছু পাথর সংগ্রহ করে একটি কাপড়ে করে নিয়ে এলেন। এরপর সেগুলো তাঁর কাছে রেখে চলে গেলেন। [বুখারী (১৫৪) হাদীসটি বর্ণনা করেন] এ হাদীসটি পাথর দিয়ে শৌচকার্য বধি হওয়ার প্রমাণ করে।

তিনি, প্রথমতে পাথর দিয়ে, তারপর পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন (শৌচকার্য) করা।

এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে মরম্ আমার জানা নাই। তবে নঃসন্দেহে এ পদ্ধতিতে পবিত্রতা অর্জন অধিক পূর্ণাঙ্গ। [আশ-শারহুল মুমতী (১/১০৩-১০৫)]

পূর্বোক্ত আলোচনার প্রক্ষেপিতে শৌচকার্য করতে পারছেন না বলে আপনার জন্য সালাত ত্যাগ করা ও বলিম্ব করার কোনো ওজর নাই। কারণ আপনি টিস্যু বা অনুরূপ কিছু দিয়ে নাপাকি দূর করতে ও পবিত্র হতে পারেন। প্রত্যেকে নিজের পকেটে কিছু টিস্যু রাখতে পারেন যেগুলো দিয়ে তিনি পরিস্কার হবেন। তাছাড়া প্রশ্ন থেকে এটা স্পষ্ট হয়নি যে, টয়লেটে সারার পর পানি দিয়ে শৌচ করতে আপনার বাধা কোথায়? যহেতু আপনি বলছেন: আমি কি অযু করে নামায পড়ি নবী; নাকি নামায ছড়ে দিবি? তার মানে পানি আছে। সুতরাং আপনি চাইলে পানি নিয়ে টয়লেটে গিয়ে শৌচকার্য করতে পারেন। যদি এটা না করতে পারেন তাহলে টিস্যু বা অনুরূপ কিছু দিয়ে নাপাকি দূর করা আপনার ওপর আবশ্যিক। তারপর আপনি অযু করে নামায পড়বেন। ওয়াক্ত শেষে হয়ে যাওয়া পর্যন্ত নামায দরৌ করা আপনার জন্য জায়যে হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।